বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মাহে রামাদান ঃ হিজরী ১৪৩০, ইসায়ী ২০০৯

পবিত্র রামাদান মাসের আহবান

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

আসসালামু আলাইকুম।

আল্লাহপাকের অশেষ মেহেরবানীতে আমাদের জীবনে আরো একবার পবিত্র রামাদান মাসের অপরিসীম সুযোগের আগমন হয়েছে। আল্লাহ পাকের নৈকট্য হাসিলের এ পবিত্র মাস আমাদের গোনাহ মাফ, আমলের সংশোধন, ঈমানের দৃঢ়তা সৃষ্টি ও উন্নত নৈতিকতার অপূর্ব সুযোগ এনে দেয়। কোরআন নাজিল হওয়ার এ মাসে রয়েছে লাইলাতুল কদর, যাকে আল্লাহ পাক হাজার মাসের ছেয়ে উত্তম বলেছেন। ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি কিংবা সমুন্নত করার অসীম সুযোগ এ মাসে পাওয়া যায়। পারিবারিক, সামাজিক সম্পৃতি বিকাশের জন্য এ মাসের তুলনা হয়না।

নিম্মোক্ত কর্মসুচীর মাধ্যমে আসুন আমরা রামাদান মাসের রাহমাহ্ ও মাগফিরাতের সৌভাগ্য অর্জনের চেষ্টা করি।

- রামাদানের পূর্বেই প্রস্তুতি গ্রহণ করা।
- মসজিদে জামায়াতের সাথে নামাজ আদায়ের চেষ্টা করা।
- জামায়াতের সাথে তারাবীহ্ নামাজ আদায় করা।
- ব্যক্তিগতভাবে তাহাজ্জুদ নামাজের চেষ্টা করা।
- অর্থসহ কোরআন খতম করা। যদি পুরো খতম করা সম্ভব না হয়, তা হলে প্রচেষ্টা চালু রেখে অন্য মাসে তা সমাপণ করা।
- যারা ইংরেজীতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, তারা ইংরেজী অর্থসহ কোরআন খতম করার উদ্যোগ নিতে পারেন। হয়তো বা এর মাধ্যমে ইংরেজীতে কোরআন, হাদীস এবং ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন আরো সহজ হবে।
- কোরআন থেকে পছন্দনীয় সুরা কিংবা আয়াত মুখস্ত করা। মুখস্তকৃত আয়াতগুলো রিভিউ করা।
- যাদের কোরআন তিলাওয়াত শুদ্ধ নয়, তারা এ মাসে বিশেষ এবং কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারেন।
- কোরআন তিলাওয়াত সম্বলিত সিডি, ডিভিডির ব্যাপক সাহায্য নেয়া।
- আখিরাত বিষয়ক সুরা কিংবা আয়াত মুখস্ত করার চেষ্টা করা।
- দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দোয়া মুখস্ত করা।
- যতবেশী সম্ভব হামদ, যিকিরে নিজেকে ব্যাস্ত রাখার চেষ্টা করা।
- ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা। দাওয়াতী কাজের জন্য সহায়ক বক্তব্য কিংবা আলোচনা পেশ করার প্রচেষ্টা চালানো।
- মাসের শেষ দশ দিন কিংবা সম্ভব না হলে অন্ততঃ দুয়েকদিন মসজিদে ইতিকাফ করার চেষ্টা করা।

প্রিয় দ্বীনি ভাই ও বোনেরা,

আসুন এ মহতি মাসের মাধ্যমে আমরা উন্নত জ্ঞান ও নৈতিকতার অত্যন্ত উচুঁ স্তরে আরোহণের উদ্যোগ গ্রহণ করি। তা হলে আমাদের ব্যাক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সুখের আগমন ঘটবে। অন্ততঃ আল্লাহ রাব্বুর আলামীন যেজন্য সিয়াম বাধ্যতামূলক করেছেন, অর্থাৎ তাকওয়ার গুণাবলী যেন অর্জিত হয়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাঁর নেককার বান্দাহ্-বান্দীদের দলে শামিল করুন। আমীন ॥

আপনাদের ভাই,
ডাঃ সাঈদুর রহমান চৌধুরী
ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট,
মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা)

মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা) P.O. Box 80411 Brooklyn, NY 11208
www.muslimummah.net

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মুনা যাকাত ফান্ড
যাকাত প্রদানের উদাত্ত আহবান

"(হে রাসুল) আপনি তাদের ধন-মাল থেকে সদকা নিয়ে তাদেরকে পবিত্র করুন, তাদেরকে (নেক পথে) এগিয়ে দিন এবং তাদের জন্য রহমতের দোয়া করুন। কেননা আপনার দোয়া তাদের জন্য সান্তনার কারণ হবে। আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন।" আল কোরআন (তওবা-১০৩)

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের সওগাত নিয়ে মাহে রমজান আবার আমাদের কাছে উপস্থিত। রমজান মাসের একটি ইবাদত অন্য মাসের ছেয়ে সত্তরগুণ বেশী সওয়াব বয়ে আনে। এ মাসের একটি দানে অন্য মাসের দানের সত্তরগুণ বেশী সওয়াব পাওয়া যায়। এ জন্য অনেকেই এ মাসে অন্যতম আর্থিক ইবাদত যাকাত প্রদান করে থাকেন।

যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম একটি স্তম্ভ এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ইবাদত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক সম্পদশালী ব্যক্তির সম্পদে গরীব-মিসকীনদের অধিকার নির্ধারন করে দিয়েছেন। যাকাত হচ্ছে গরীবের হক, এ কোন ধনীদের অনুকম্পা নয়। কোন ব্যক্তির কাছে সোনা-রূপা, নগদ অর্থ, ব্যবসায়িক সামগ্রী এবং গবাদী পশু নেছাব পরিমান এক বছর থাকলে তার উপর নির্ধারিত হারে যাকাত ফরজ হয়। জমি থেকে উৎপন্ন ফসলেও যাকাত দেয়ার বিধান রয়েছে। যাকাত প্রদানের মাধ্যমে একদিকে যেমন সমুদয় সম্পদ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়, তেমনি যাকাত প্রদানকারীকে সার্বিক আবস্থায় আল্লাহ বরকত বা প্রবৃদ্ধি দান করেন। অপরদিকে নেসাব পরিমান সম্পদ থাকার পরও যারা যাকাত প্রদান করেন না, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে বিপর্যয় ও কঠিন শাস্তি। তাই যথাযথ ভাবে হিসাব করে সময় মত যাকাত প্রদানে সবাইকে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা) প্রতি বছরের মত এবারও রমজান উপলক্ষে যাকাত আদায়ের উদ্যোগ নিয়েছে। যাঁদের কাছে শরীয়ত অনুযায়ী যাকাত দেয়ার মতো সম্পদ রয়েছে, তাঁদের কাছে মুনার সমাজ সেবা বিভাগের পক্ষ থেকে উদাত্ত আহবান জানানো হচ্ছে যে, আপনাদের যাকাতের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ "মুনা যাকাত ফান্ডে" প্রদান করুন। সমাজের কল্যাণে আপনার এ আর্থিক ইবাদত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

কোরআন ও সুন্নার বিধান অনুযায়ী যাকাত ব্যয়ের নির্দৃষ্ট খাতে সংগৃহীত যাকাত বন্টন করা হয়। আপনার চেক বা মনিঅর্ডার **Muslim Ummah of North America** অথবা সংক্ষেপে **MUNA** এই নামে লিখে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাতে পারেন।

MUNA Zakat Fund
P.O. Box 80411
Brooklyn, NY 11208

প্রচারে ঃ মুনা সমাজ সেবা বিভাগ, মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা)

Tele: 718-277-7900, Fax: 718-277-7901 www.muslimummah.net
Tax Deductible ID# 13-3699933

বি:দ্র: মুনার সকল সিনিয়র মেম্বার, মেম্বার ও এসোসিয়েট মেম্বারদের মধ্যে যাঁদের উপর যাকাত প্রদান ফরজ, তাঁদের যাকাতের একটি অংশ "মুনা যাকাত ফান্ডে" দেয়ার আহবান করা হয়েছে।

যাকাতের বিধি-বিধান

ইমাম আবুল ফয়জুল্ল্যাহ্

যাকাত ইসলামের অন্যতম বাধ্যতামূলক ইবাদত। ঈমানের পর সালাতের ও সালাতের পর যাকাতের স্থান। সমাজের নৈতিক পরিশুদ্ধি, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং সর্বোপরি সমাজে সুসম ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় যাকাত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে। এর মাধ্যমে ধনী ও গরীবের ব্যবধান কমে আসা সহ সমাজে বহুবিধ কল্যাণ সাধিত হয়।

আল-কোরআনের বহু জায়গায় যাকাত প্রদানের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন। "তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর।" (সূরা বাকারা: ৪৩, ৮৩, ১১০, সূরা নিসা: ৭৭, সূরা হজ্জ: ৭৮, সূরা আননূর: ৫৬, সূরা আহজাব: ৩৩, সূরা মুজাদালা: ১৩, সূরা মুযযাম্মিল: ২০)

যাকাত প্রদান করা মুমেন বান্দার অন্যতম বৈশিষ্ট। আল-কোরআনে বলা হয়েছে: "মু'মেন নারী ও পুরুষরা পরস্পর বন্ধু ও সাহায্যকারী। তাদের পরিচয় এই যে, তারা মা'রুফ কাজের আদেশ দেয় আর মুনকার কাজ থেকে বিরত থাকে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে।" (সূরা তওবা: ৭১)

যাকাত প্রদানে কোন ব্যক্তির সম্পদ কমে না বরং সম্পদ বৃদ্ধি পায়। বিনিময়ে আল্লাহ পাক পরকালের পুরষ্কারতো রেখেছেন, দুনিয়াতেও ব্যাপক বরকত, সচ্ছলতা ও উন্নতি দিয়ে থাকেন। যাকাত ধনীদের পক্ষ থেকে গরীবদের প্রতি কোন দান বা অনুগ্রহ নয়, বরং যাকাত হচ্ছে গরীবদের অধিকার। বিত্তবানদের উপর যাকাত পরিশোধ করা ফরজ।

যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তাবলী নিম্নরূপ ঃ

১. ব্যক্তি মুসলমান হওয়া ঃ অমুসলিমের উপর যাকাত ফরজ নয়।

২. ব্যক্তি স্বাধীন হওয়া ঃ গোলামের উপর যাকাত ফরজ নয়।

৩. অর্থ-সম্পদ নিসাব পরিমান থাকা ঃ সম্পদের সেই নির্দৃষ্ট পরিমান, সংখ্যা বা সীমা যা থাকলে যাকাত ফরজ হয় তাকে "নিসাব" বলে।

৪. সম্পদের উপর মালিকানা থাকা ঃ মালিক বিহীন সম্পদের যাকাত নেই।

৫. সম্পদ এক বছর অতিবাহিত হওয়া ঃ অর্থ-সম্পদ এক বছর পর্যন্ত মালিকানায় থাকলে যাকাত ফরজ হয়। তবে ফল, ফসল, খনিজ সম্পদ, গুপ্তধন ও মধু এগুলো যখন হাতে আসে তখনই তার যাকাত দিতে হয়।

৬. সম্পদ বর্ধনশীল বা প্রবৃদ্ধিমূলক হওয়া ঃ অর্থাৎ সম্পদ তার মালিককে মুনাফা এনে দেয়ার যোগ্যতা রাখে।

৭. সম্পদ প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া ঃ প্রকৃত প্রয়োজনীয় সম্পদ হিসেবে বুঝানো হয় পানাহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থানের বাড়িঘর, ব্যাবসার দোকান-ঘর ও সাজ-সরন্জাম, যানবাহন, পেশাজীবিদের যন্ত্রপাতি ও মেশিনারী, কৃষিকাজে ব্যবহারিত পশু ও যন্ত্রপাতি, গৃহস্থালির ব্যাবহার্য আসবাবপত্র ইত্যাদি। এসব জিনিষ বাদ দেয়ার পর নিসাব পরিমান অর্থ সম্পদ থাকলেই তার উপর যাকাত ধার্য হবে।

৮. ঋণমুক্ত হওয়া ঃ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির সম্পদের উপর যাকাত তখন ফরজ হবে যখন ঋণ পরিশোধ করলেও তার কাছে নিসাব পরিমান অর্থ-সম্পদ থাকে। বাড়ী-ঘর, দালান-কোঠা, অতিরিক্ত সম্পদ বৃদ্ধির জন্য ঋণ বা বানিজ্যিক ঋণের ব্যাপারে এই শর্ত প্রযোজ্য নয়।

৯. যাকাত প্রদান সহীহ হওয়ার শর্তাবলী নিম্নরূপ ঃ

১. মুসলমান হওয়া ঃ প্রদানকারী ও গ্রহণকারী।

২. যাকাত দেয়ার নিয়ত করা ঃ প্রদানকারী।

৩. যাকাতের নির্দৃষ্ট খাতে ব্যয় করা ঃ কোরআনে বর্ণিত।

৪. মালিকানা বানিয়ে দেয়া ঃ গ্রহণকারীকে।

যে সকল মাল ও সম্পদের যাকাত দিতে হয় ঃ

১. স্বর্ণ, রূপা, মুদ্রা বা নগদ অর্থ ঃ অর্থাৎ মূল্য হিসেবে বিনিময়যোগ্য সম্পদ নিসাব পরিমান হলে যাকাত ধার্য হয়।

২. ব্যাবসায়ী সামগ্রী ঃ নিজের ব্যবহারিত বাড়িঘর ছাড়া অতিরিক্ত যে সম্পদ বর্ধনশীল এবং মালিককে মুনাফা এনে দেয়ার যোগ্যতা রাখে, তার মূল্য নিসাব পরিমান হলে যাকাত ধার্য হয়।

৩. পশু সম্পদ ঃ যে সকল পশু বংশ বৃদ্ধির জন্য পালিত হয়, সেগুলো নিসাব পরিমান হলে যাকাত ধার্য হয়। যেমন হালচাষ গাড়ী-টানা ও কৃষি কাজে ব্যবহার করা হয় না এমন উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা।

৪. কৃষিজাত ফল ও ফসল:

৫. খনিজ সম্পদ ও গুপ্তধন:

নিম্মে বিভিন্ন প্রকার সম্পদের নিসাব ও যাকাতের হার উল্লেখ করা হলো ঃ

স্বর্ণ ঃ স্বর্ণের নিসাব ২০ মিসকাল বা ২০ দীনার পরিমান সোনা। বর্তমানে এর সমতুল্য হচ্ছে ৮৭.৪৫ গ্রাম অথবা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ। এই পরিমান বা এর অধিক হলে মূল্য হিসাব করে শতকরা আড়াই ভাগ মূল্য যাকাত দিতে হয়।

রৌপ্য ঃ রূপার নিসাব দুইশত দিরহাম রূপা। বর্তমানে এর সমতুল্য হচ্ছে ৬১২.১৫ গ্রাম অথবা সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপা। এই পরিমান বা এর অধিক হলে মূল্য হিসাব করে শতকরা আড়াই ভাগ মূল্য যাকাত দিতে হয়।

নগদ অর্থ বা মুদ্রা, কাগজের নোট বা ব্যাঙ্কে জমাকৃত অর্থ-সম্পদ ঃ ৮৭.৪৫ গ্রাম অথবা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের মূল্য সমপরিমান অথবা এর অধিক হলে যাকাত ধার্য হয় এবং শতকরা আড়াই ভাগ মূল্য যাকাত দিতে হয়।

ব্যবসায়ী সামগ্রী বা বর্ধনশীল ও মুনাফা অর্জনকারী সম্পদ ঃ এই সকল পণ্য সামগ্রী বা সম্পদের মূল্য সাড়ে সাত তোলা অথবা ৮৭.৪৫ গ্রাম স্বর্ণের মূল্য সমপরিমান অথবা এর অধিক হলে যাকাত ধার্য হয় এবং শতকরা আড়াই ভাগ মূল্য যাকাত দিতে হয়।

পশু সম্পদকে ৩টি শ্রেণীতে ভাগ করে যাকাতের হার ও নিসাব ধার্য করা হয়েছে ঃ

উটের যাকাত ঃ উট ৫টির কম হলে যাকাত নেই। উটের সংখ্যা ৫-৯ টি হলে একটি ছাগী। ১০-১৪ টি হলে দুইটি ছাগী।

গরু-মহিষের যাকাত ঃ গরু-মহিষ ৩০ টির কম হলে যাকাত নেই। গরু-মহিষ এক প্রকার বা উভয় প্রকার মিলে ৩০-৩৯ টি হলে পূর্ণ এক বছরের একটি গরু/মহিষের বাছুর। ৪০-৫৯ টি হলে দুই বছরের একটি বাছুর।

ছাগল, ভেড়া ও দুম্বার যাকাত ঃ ৪০ টির কম হলে যাকাত নেই। ৪০-১২০ টি হলে একটি ছাগল বা ভেড়া বা দুম্বা।

কৃষিজাত ফল ফসলের যাকাত ঃ জমির উৎপন্ন ফসলের যাকাতকে ওশর বলে। ওশরের নিসাব পাঁচ ওয়াসাক বা ত্রিশ মণ। অর্থাৎ জমির উৎপন্ন ফসল ত্রিশ মণ হলে যাকাত দিতে হয়। এরজন্য এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়, যখনই ফসল উঠবে তখনই আদায় করতে হয়। ওশর আদায়ের জন্য সরাসরি ফসল দেয়া যায় অথবা ফসলের মূল্য দেয়া যায়।

যে সকল জমিতে সেচকার্য ছাড়াই স্বাভাবিক বৃষ্টি বা নদীর পানিতে ফসল উৎপন্ন হয় সে সকল জমির ফসলের শতকরা ১০ ভাগ পরিমান যাকাত দিতে হয়। আর যে সকল জমিতে সেচকার্যের দ্বারা ফসল উৎপন্ন হয়, সে সকল জমির ফসলের শতকরা ৫ ভাগ পরিমান যাকাত দিতে হয়।

খনিজ সম্পদের যাকাত ঃ খনিজ সম্পদের নিসাবের প্রয়োজন হয় না। যে পরিমান হোক শতকরা ২০ ভাগ হারে যাকাত ধার্য হয়। সরকারী মালিকানায় খনিজ সম্পদের যাকাত নেই।

যাকাত প্রদানের খাত সমূহ ঃ আট প্রকারের লোককে যাকাত দেয়া যেতে পারে। যাকাত বিলি-বন্টনের সঠিক দায়িত্ব ইসলামী সরকারের। ইসলামী সরকারের অবর্তমানে কোন দায়িত্বশীল ইসলামী সংগঠন এ দায়িত্ব পালন করতে পারে অথবা ব্যাক্তিগত ভাবেও বিলি করা যেতে পারে।

১. ফকীর: দরিদ্র ও অভাবী ব্যক্তি।
২. মিসকীন : অভাবী ব্যক্তি কিন্তু সাহায্যের জন্য হাত পাতে না।
৩. যাকাত কাজে নিযুক্ত কর্মচারী : যাকাত সংগ্রহ ও বন্টনে নিযুক্ত ব্যক্তি।
৪. মনজয় করার জন্য : নও মুসলিমের মন জয় করার জন্য।
৫. ঋণগ্রস্ত : ঋণগ্রস্ত ব্যাক্তির ঋণ পরিশোধের জন্য।
৬. গোলাম মুক্ত করণে : গোলাম আজাদ করার জন্য।
৭. আল্লাহর পথে : জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।
৮. মুসাফির : সম্পদ হারা পথিক মুসাফির যদিও বাড়ী-ঘরে সে সম্পদশালী।

যাকাত পেতে পারে না ঃ

১. পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা- নানী ও তাদের পিতা-মাতা
২. সন্তান-সন্ততি, নিচের দিকে যেমন ছেল মেয়ে, পৌত্র, প্রপৌত্র
৩. স্বামী
৪. স্ত্রী
৫. যার উপর যাকাত ফরজ
৬. অমুসলিম
৭. বনী হাসিম

যাকাতের চার্ট ঃ ১

যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তাবলী

১. মুসলিম হওয়া
২. স্বাধীন হওয়া
৩. নিসাব পরিমান হওয়া
৪. সম্পদের মালিকানা থাকা
৫. এক বছর অতিবাহিত হওয়া
৬. বর্ধনশীল প্রবৃদ্ধিমূলক হওয়া
৭. প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া
৮. নূন্যতম জীবনধারণের ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া

যাকাতের চার্ট ঃ ২

যাকাত প্রদান সহীহ হওয়ার শর্তাবলী

১. মুসলমান হওয়া
২. যাকাত দেয়ার নিয়ত করা
৩. যাকাতের নির্দৃষ্ট খাতে ব্যয়
৪. মালিকানা বানিয়ে দেয়া

যাকাতের চার্ট ঃ ৩

যে সকল সম্পদের যাকাত ফরজ (নিসাব ও হার)

১. স্বর্ণ, রূপা, মুদ্রা বা নগদ অর্থ
নিসাবঃ ৮৭.৪৫ গ্রাম বা ৭.৫ তোলা স্বর্ণের মূল্য পরিমান,
যাকাতঃ ২.৫%

২. ব্যাবসায়ী সামগ্রী
নিসাবঃ ৮৭.৪৫ গ্রাম বা ৭.৫ তোলা স্বর্ণের মূল্য পরিমান,
যাকাতঃ ২.৫%

৩. পশু সম্পদ
নিসাবঃ উট ৫টি, গরু-মহিষ ৩০টি, ছগল-ভেড়া ৪০টি হলে যাকাত ফরজ।

৪. কৃষিজাত ফল ফসল
নিসাবঃ ৩০ মণ,
বিনা সেচকার্যে উৎপন্নঃ দশ শতাংশ
সেচকার্যে উৎপন্নঃ পাঁচ শতাংশ

৫. খনিজ সম্পদ, গুপ্তধন
নিসাব নেই, সম্পদ যাই হোক, তার শতকরা ২০ ভাগ